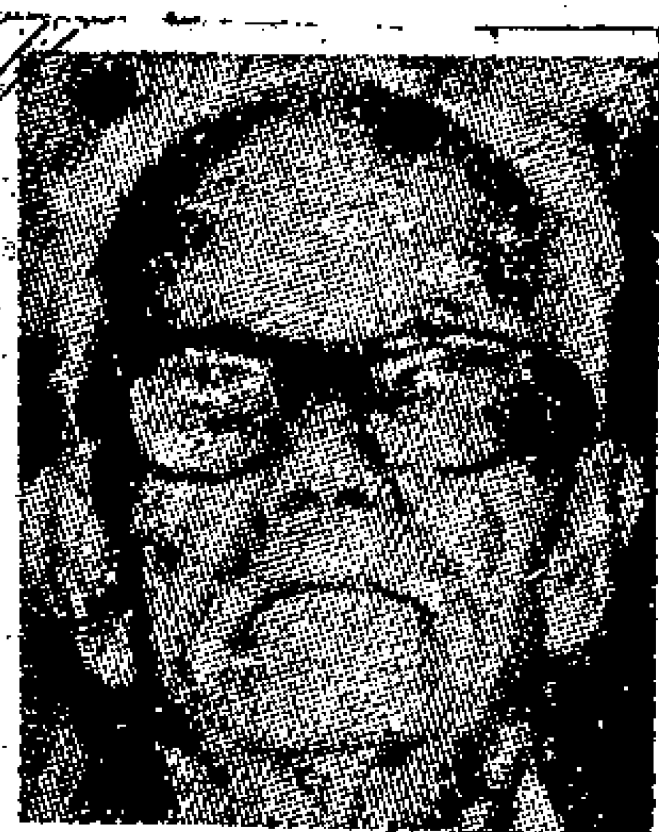

সৈয়দ মুর্তজা আলীর ইন্তেকাল

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের সাবেক চেয়ারম্যান সৈয়দ মুর্তজা আলী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শনিবার দিবাগত রাত ২টা ৪০ মিনিটে কম্বাইন্ড মিলিটারী হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজেউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

মরহুমের নামাজে জানাজা গতকাল রোববার বাদ জোহর ধানমন্ডির বায়তুল আমান মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁকে বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

গত মঙ্গলবার দুপুরে সৈয়দ মুর্তজা আলী ঘুমন্ত অবস্থায় অচেতন হয়ে পড়েন। সে রাতে তাঁকে কম্বাইন্ড মিলিটারী হাসপাতালে নেয়া হয় এবং কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস প্রক্রিয়ায় রাখা হয়। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাঁর জ্ঞান ফিরে আসেনি।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী চার পুত্র, পাঁচ কন্যা, বহু আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

মরহুমের মৃত্যু সংবাদ পাবার পর লেখক-সাহিত্যিক, সাংবাদিক বুদ্ধিজীবীসহ বহু লোক তাঁর বাসায় যান। অর্থমন্ত্রী জনাব সাইফুর রহমান গতকাল সকালে মরহুমের ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে যান।

নামাজে জানাজায় প্রবীণ রাজনীতিবিদ জনাব আতাউর রহমান খান, জেনারেল (অবঃ) এম এ জি ওসমানী প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা ডক্টর এম এন হুদাসহ বিপুল সংখ্যক লোক অংশ গ্রহণ করেন।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মরহুম সৈয়দ মুর্তজা আলী ১৯০৩ সালে সিলেট জেলার মৌলবী বাজারের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খান বাহাদুর সৈয়দ সিকান্দার আলী খ্যাতনামা সাহিত্যিক মরহুম সৈয়দ মুস্তফা আলী ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক মরহুম সৈয়দ মুজতবা আলী।

সৈয়দ মুর্তজা আলী সিলেটের এমসি কলেজ থেকে আইএসসি এবং কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে রসায়নে অনার্স পাস করেন। তিনি আসাম সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। তিনি ১৯৪৮ সালে কুষ্টিয়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

১৯৫১ সালে তিনি করাচীতে বাণিজ্য উপসচিব নিযুক্ত হন। এরপর কিছুদিন আমদানী রফতানী বিভাগের প্রধান নিয়ন্ত্রক ছিলেন। ১৯৫৩ সালে ঢাকা ফেরার পর তিনি রাজস্ব সচিবের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বরে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি রাজশাহীর কমিশনার পদে নিযুক্ত ছিলেন।

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের প্রথম চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার আগে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজরার ও বাংলা একাডেমীর সভাপতি ছিলেন। তিনি ছিলেন গেজেটেড অফিসার্স একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক এবং এশিয়াটিক সোসাইটি ও জেলা গেজেটিয়ার কমিটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

সৈয়দ মুর্তজা আলী বাংলা ও ইংরেজীতে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ পুস্তিকা ও নিবন্ধ লিখেছেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে 'আমাদের কালের কথা', 'মুজতবা-কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ হজরত শাহ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস' 'সেইন্টস অব বাংলাদেশ' এবং 'হিস্টি অব চিটাগাং' উল্লেখযোগ্য।

বুধবার কুলখানি

মরহুম সৈয়দ মুর্তজা আলীর কুলখানি আগামী বুধবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় তাঁর ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে অনুষ্ঠিত হবে।